



52875 - বতিরিরে নামায কী সালাতুল লাইল (রাতরে নামায) থেকে আলাদা কছি

প্রশ্ন

বতিরিরে নামায ও রাতরে নামাযরে মধ্যযে কোন পার্থক্য আছে কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

বতিরিরে নামাযও এক প্রকার রাতরে নামায। তবে, তারপরও রাতরে নামাযরে সাথে বতিরিরে নামাযরে কছি পার্থক্য রয়েছে।

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

বতিরিরে নামায একপ্রকার রাতরে নামায, এটি আদায় করা সুন্নত এবং এটি রাতরে নামাযরে সর্বশেষে নামায। বতিরিরে নামায এক রাকাত; যবে একরাকাত নামায দিয়ে রাতরে নামাযরে সমাপ্তি টানা হয়। এটি রাতরে শেষোংশে কথিবা মধ্যরাতবে কথিবা এশার পর রাতরে প্রথমোংশে আদায় করা হয়। যত রাকাত ইচ্ছা রাতরে নামায পড়ার পর এক রাকাত বতিরিরে নামায দিয়ে শেষে করা হয়।[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়া বনি বায (১১/৩০৯)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

সুন্নত হচ্ছবে- কোন কথা কথিবা কাজরে মাধ্যমবে রাতরে নামায থেকে বতিরিরে নামাযকে আলাদা করা। অনুরূপভাবে আলমেগণ হুকুম ও পদ্ধতিরি দকি থেকে এ দুই নামাযরে মধ্যযে পার্থক্য করছবেন:

কোন কথার মাধ্যমবে এ দুই নামাযরে মধ্যযে পার্থক্য করার দললি হচ্ছবে- ইবনে উমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদসিবে এসছে, একলকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসে করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ রাতরে নামাযরে পদ্ধতি কী? তিনি বললনে: দুই রাকাত, দুই রাকাত। যদি তুমি ভিরে হয়ে যাওয়ার আশংকা কর, তাহলে এক রাকাত বতিরি পড়বে নাও।[সহিহ বুখারী, দেখুন: ফাতহুল বারী (৩/২০)]

কোন কাজরে মাধ্যমবে এ দুই নামাযরে মধ্যযে পার্থক্য করার দললি হচ্ছবে- আয়শো (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদসিবে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়তনে; আর আমি বহিনাতে আড়াআড়িভাবে শূযে থাকতাম। তিনি যখন বতিরিরে

নামায পড়তে চাইতেনে তখন আমাকে জাগিয়ে দতিনে; তখন আমিও বতিরিরে নামায পড়তে নতিম। [সহহি বুখারী, দেখুন: ফাতহুল বারী (২/৪৮৭), সহহি মুসলমি (১/৫১) এর ভাষ্য হচ্ছ- “তনিরাতরে নামায পড়তে থাকতেনে এবং আমিতাঁর সামনে আড়াআড়াভাবে শুয়ে থাকতাম। যখন বতিরি বাকী থাকত তখন তনিআয়শোককে জাগিয়ে দতিনে এবং আমিও বতিরি নামায পড়তে নতিম।” আরকেটাবরণনা (১/৫০৮) এর ভাষ্য হচ্ছ- “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরে রাকাত রাতরে নামায আদায় করতেনে। এর মধ্য পাঁচ রাকাত হচ্ছ- বতিরিরে নামায। এ পাঁচ রাকাতরে মধ্য বসতেনে না; শুধু শেষে রাকাতে বসতেনে।”। আয়শো (রাঃ) থেকে অপর বরণনায় (১/৫১৩) এসছে- যখন সাদ বনি হশাম বনি আমরে তাঁকে বললেনে: আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বতিরিরে নামায সম্পর্কে অবহতি করুন। তখন তনি বলনে: “তনি নিয় রাকাত বতিরি নামায পড়তেনে। অষ্টম রাকাত গিয়ে তনি বসতেনে এবং যকিরি আযকার পড়তেনে, আল্লাহর প্রশংসা করতেনে, দোয়া পড়তেনে, এরপর সালাম না ফরিয়ি দাঁড়িয়ে যতেনে। এরপর নবম রাকাত পড়তেনে। অতঃপর যখন বসতেনে তখন যকিরি- আযকার পড়তেনে, আল্লাহর প্রশংসা করতেনে, দোয়া পড়তেনে। এরপর আমাদরেকে শুনিয়ে সালাম ফরিতেনে।”

আলমেগণ করতুক বতিরিরে নামায ও রাতরে নামাযরে হুকুমরে মধ্য পাত্রক্য করা: আলমেগণ বতিরিরে নামায ওয়াজবি কি, ওয়াজবি না— এ নিয়ে মতপাত্রক্য করছেনে। ইমাম আবু হানফির মতে, ওয়াজবি। এটি ইমাম আহমাদ থেকেও বরণতি আছে; যা ‘আল-ইনসাফ’ ও ‘আল-ফুবু’ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়ছে। আহমাদ বলনে: যবে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বতিরিরে নামায ত্যাগ করে সবে মন্দ লোক; তার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা উচতি।

তবে, হাম্বলি মাযহাবরে প্ৰসদিধ মতানুযায়ী, বতিরিরে নামায সুন্নত। ইমাম মালকে ও ইমাম শায়ফেও এই অভিমতি।

পক্ষান্তরে, রাতরে নামায নিয়ে এসব মতানক্য নহে। ফাতহুল বারী গ্রন্থে (৩/২৭) এসছে: রাতরে নামায ওয়াজবি হওয়া মরমে অন্য কারো কথা নয়; কিছু তাবয়ীদের উক্তি উল্লেখ করছি। ইবনে আব্দুল বারর বলনে: “কোন কোন তাবয়ী ছাগলরে দুধ দোহনরে মত সামান্য সময়রে জন্যে হলও রাতরে নামায পড়া ওয়াজবি হওয়া মরমে বরিল অভিমতি ব্যক্ত করছেনে। তবে, আলমেসমাজ রাতরে নামাযকে মুস্তাহাব মনে করেনে। [সমাপ্ত]

তবে, বতিরিরে নামায ও রাতরে নামাযরে মধ্য পদ্ধতিগিত প্ৰাত্রক্যরে ব্যাপারে আমাদরে হাম্বলি মাযহাবরে আলমেগণ স্পষ্টভাবে প্ৰাত্রক্যরে কথা বলনে: তারা বলনে: রাতরে নামায হচ্ছ- দুই রাকাত, দুই রাকাত। তাঁরা বতিরিরে নামাযরে ক্ষত্রে বলনে: যদি কেউ পাঁচ রাকাত কথিবা সাত রাকাত বতিরি নামায পড়ে তাহলে শুধু শেষে রাকাতে বসবে। আর যদি নয় রাকাত বতিরি পড়ে তাহলে অষ্টম রাকাত শেষে বসবে, তাশাহুদ পড়বে, এরপর সালাম না ফরিয়ি দাঁড়িয়ে যাবে এবং নবম রাকাত পড়বে। তারপর তাশাহুদ পড়ে সালাম ফরিবে। ‘যাদুল মুসকাতনি’ গ্রন্থাকার এ কথা বলছেনে। [সমাপ্ত]

মাজমু ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (১৩/২৬২-২৬৪)

এতে করে জানা গেলে যবে, বতিরিরে নামাযও রাতরে নামায। কনিতু, বতিরিরে নামাযরে সাথে রাতরে নামাযরে কিছু প্ৰাত্রক্য



আছে। যমেন- পদ্ধতিগত প্রার্থক্য।

আল্লাহই ভাল জাননে।